দৈনিক জনকণ্ঠ

JAN. 20 2002

তারিখ ... ... ... ... ... ... ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫ ...

# কৃষি ভার্সিটিতে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু, তবে গ্রেফতার আতঙ্ক কাটেনি

**বাকৃবি সংবাদদাতা ॥** বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট তাণ্ডব ও পুলিশী হামলার ৪ দিন পরে গতকাল শনিবার থেকে আবার একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। অফিসগুলোতেও কাজকর্ম শুরু হয়েছে। তবে সর্বত্র অগোছালো অবস্থা বিরাজ করছে।

ক্যাম্পাসের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য উপাচার্য প্রফেসর মুঃ মুস্তাফিজুর রহমান জোর তৎপরতা শুরু করেছেন। শনিবার সকালে তিনি ৪১টি বিভাগ ঘুরে ঘুরে খোঁজ নেন ক্লাস চলছে কিনা। কোন কোন বিভাগে উপস্থিতির হার ছিল খুবই কম। কয়েকটি বিভাগে ক্লাস না হওয়ায় তিনি সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে তলব করেন। তিনি সবাইকে ক্লাস ও পরীক্ষায় ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

এদিকে চলতি আর্থিক বছরে আর্থিক সঙ্কটে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান ড. এটিএম জহুরুল হক উপাচার্যকে টেলিফোন করে সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেছেন।। উপাচার্য তাঁকে জানিয়েছেন, ক্ষয়ক্ষতির মোট পরিমাণ এখনও পাওয়া যায়নি তবে শুধু ২০ লক্ষাধিক টাকার কাঁচ বিনষ্ট হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরের বাকি ৬ মাস মারাত্মক অর্থসঙ্কটে পড়তে পারে বিশ্ববিদ্যালয়। উপাচার্য মঞ্জুরি কমিশনের সার্বিক সহযোগিতা চেয়েছেন। চলতি আর্থিক বছরের বাজেট ৪৩ কোটি ৮৭ লাখ টাকা। এদিকে গণহারে মামলা দায়ের করায় ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীসহ এলাকাবাসী এখন সর্বদাই গ্রেফতার আতঙ্কে সময় কাটাচ্ছেন। বিরোধী দলের নেতাকর্মীরা এখন ভীতসন্ত্রস্ত। যে কোন সময় যে কাউকে গ্রেফতার করা হতে পারে। সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে ছাত্রদল সভাপতি এসএম খালিদ বলেছেন, ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর পুলিশী হামলার ব্যাপারে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করলেই প্রকৃত তথ্য বের হয়ে আসবে। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, মন্ত্রিসভার গত বৈঠকেই প্রকৃতপক্ষেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। টেলিভিশনের সংবাদে এ সিদ্ধান্ত প্রচারের পর ছাত্র-শিক্ষক আন্দোলন শুরু হলে সরকার প্রমাদ গোনে। পরে সরকারের একজন প্রভাবশালী সিনিয়র মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে পুনরায় তথ্যবিবরণীতে নাম পরিবর্তন না করার কথা প্রচার করা হয়। ফলে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। সূত্রটি জানায়, মন্ত্রিসভার আগামী বৈঠকে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নাম পরিবর্তন করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ বিভ্রাটে ছাত্র-জনতার ভাংচুর, তাণ্ডবের ঘটনায় প্রায় চার হাজার ছাত্রের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা নিয়ে পুলিশ এখন পড়েছে বিপাকে। মামলায় পুলিশ নতুন করে কাউকে আর গ্রেফতার করতে পারেনি। ঘটনার দিন ছাত্র-জনতার ব্যবহৃত কোন আগ্নেয়াস্ত্রও পুলিশ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি। বিপরীতে এই মামলা দায়েরের কারণে হয়রানির আশঙ্কায় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা এখনও কাটেনি। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারবিরোধী ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীসহ আশপাশের গ্রামগুলোতেও বিরাজ করছে গ্রেফতার আতঙ্ক।

পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষীয় সূত্রে জানা যায়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঘটে যাওয়া ভাংচুর নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন মামলা দায়ের না করলেও পুলিশ বাদী হয়ে এই মামলাটি দায়ের করে। মামলার বাদী কোতোয়ালি পুলিশের এসআই হাফেজ আহমেদ রেজা তাঁর বিবরণে উল্লেখ করেছেন, ঘটনার দিন অজ্ঞাত ৩/৪ হাজার ছাত্র ও সন্ত্রাসী শটগান ও কাটারাইফেল দিয়ে পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এতে কোতোয়ালি থানার ওসি এবং ২ হাবিলদার ও কনস্টেবলসহ ২৬ পুলিশ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ শিক্ষক আহত হয়। উত্তেজিত ছাত্র-জনতা এ সময় ক্যাম্পাসের ঢাকা-ময়মনসিংহ রেল লাইন উপড়ে ফেলে ও স্লিপারে আগুন ধরিয়ে দেয়।

এদিকে মামলার প্রতিবাদে শুক্রবার ছাত্র ইউনিয়ন ক্যাম্পাসে প্রতিবাদ মিছিল করেছে। ময়মনসিংহ নাগরিক আন্দোলন ও সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে এই মামলা নিয়েউদ্বেগ প্রকাশ করে ঘটনার তদন্ত দাবি করেছেন। পুলিশের এই মামলা দায়েরের পর থেকে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীসহ সরকারীবিরোধী ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীদের মধ্যে গ্রেফতার আতঙ্ক বিরাজ করছে। ময়মনসিংহ শহরসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশের দিঘারকান্দা, বয়রা, সুতিয়াখালি, কেওয়াটখালি এলাকার লোকজনের মধ্যেও এই গ্রেফতার আতঙ্ক বিরাজ করছে। গ্রেফতারের ভয়ে অনেক ছাত্রনেতা হল ছেড়ে বাইরে অবস্থান করছে বলে জানা গেছে। তবে আজ শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস ও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও অনেক নেতাকর্মী ক্লাস ও পরীক্ষায় যোগ দিতে ভরসা পায়নি। এসব কারণে ক্যাম্পাসে এখনও স্বাভাবিক